বোমাবাজ ও সন্ত্রাসী রিফুজী সাংসদ শামীম ওসমান!

কর্ণফুলী সংবাদ

সাবেক সন্ত্রাসী সাংসদ শামীম ওসমানের বিরুদ্ধে রেড ওয়ারেন্ট জারি করেছে আন্তর্জাতিক পুলিশি সংস্থা (ইন্টারপোল)। ইন্টারপোলের ওয়েব সাইটে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য দেয়া হয়েছে। এতে শামীম ওসমানের বয়স ও উচ্চতা সম্ভবত ভুল দেখানো হয়েছে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার সময় শামীম ওসমান ছিলেন নারায়ণগঞ্জ - ৪ আসনের সাংসদ। সে সময় সন্ত্রাস, বোমাবাজী ও চাঁদাবাজির জন্য তিনি বহুল সমালোচিত হন। ২০০১ সনের সংসদ নির্বাচনে ধরাশায়ী হওয়ার পর শামীম দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান এবং এক পর্যায়ে কানাডাতে স্বপরিবারে রিফুজী ভিসার জন্যে দরখাস্ত করে গ্রেফতার এড়িয়ে থাকেন। গত বছরের শেষদিকে দুর্নীতিবাজ জোট সরকার ক্ষমতা ছাড়ার পর দীর্ঘ ৫ বছর পর শামীম দেশে ফিরে এসে আবারও হৈচৈ ফেলে দেন। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে গিয়ে হাজার হাজার সমর্থকের বাধার সম্মুক্ষীন হয়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে শামীম আবার তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। ইন্টারপোলের তালিকায় ওয়ান্টেড বোমাবাজ ও সন্ত্রাসী শামীমের নাম দেখতে হলে নীচের বক্সে টোকা মারুন।

বোমাবাজ ও সন্ত্রাসী রিফুজী শামীম ওসমান

বাংলাদেশে থেকে পালিয়ে আসা শীর্ষ কুড়ি সন্ত্রাসীর একজন মোঃ হেলাল উদ্দিন চৌধুরী (ভি.পি হেলাল) গত ফেব্রুয়ারী [২০০৭] যৌথ বাহিনীর হাতে অস্ত্র সহ ধরা পড়ে। বি.এন.পি আমলে ২০০২ সনের গোড়ার দিকে 'অপারেশন ক্লিন হার্ট' এর সময় এই বোমাবাজ সন্ত্রাসী হেলাল আরো একবার ধরা পড়ে দেশে তিন মাস জেল খেটেছিল। ভি.পি হেলালের বিরুদ্ধে হাতবোমা তৈরী, খুন, চাঁদাবাজী ও রাহাজানীর প্রচুর মামলা ছিল। দলীয় প্রভাবে তিনমাস পর জামিনে মুক্তি পেয়ে ভি.পি হেলাল সিডনীস্থ তথাকথিত একজন দেশী-রাজনৈতিক কায়ছার এর প্রত্যক্ষ সহযোগীতায় অষ্ট্রেলিয়াতে টুরিষ্ট ভিসায় এসে ঢুকেছিল। তারপর নানা গল্প ফেঁদে রিফুজী কায়ছার তারই মত হেলালকে অষ্ট্রেলিয়াতে কয়েক বছর রিফুজী দরখাস্তকারী হিসেবে রাখতে সর্বাত্মক সহযোগীতা করেছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকান্তরে জানা যায় যে হেলাল ২০০৬ এর শেষদিকে সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে অষ্ট্রেলিয়া থেকে স্বইচ্ছায় শামীমের মত দেশে প্রত্যাগমন করেছিল। বাংলাদেশের একজন শীর্ষসন্ত্রাসী সিডনীতে রিফুজি ভিসার আড়ালে এতদিন লুকিয়ে ছিল জেনে অষ্ট্রেলিয়ার জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার আক্কেল গুড়ুম হওয়ার দশা। খুনি, বোমাবাজ ও সন্ত্রাসী হেলাল বা শামীমের মত রিফুজী ভিসায় দরখাস্তের আড়ালে সিডনী তথা অষ্ট্রেলিয়াতে বেশ কিছু বাংলাদেশী নাম বদল করে বিভিন্ন উপায়ে লুকিয়ে আছে বলে শোনা যায়। গত ৫ বছর আগে ঢাকার একটি আদালতে প্রকাশ্য দিবালোকে শীর্ষ সন্ত্রাসী 'মুরগী মিলন'কে ব্লাঙ্ক পয়েন্টে গুলি করে হত্যাকারী খুনি তখন অষ্ট্রেলিয়াতে চলে আসে এবং বর্তমানে সিডনী মহানগরের আন্তঃপশ্চিমাঞ্চল ল্যাকেম্বাতেই বসবাস করছে বলে জানা যায়। শান্তিপ্রিয় এই সোনারদেশ অষ্ট্রেলিয়াকে বাংলাদেশ থেকে আগত আদম ব্যাবসায়ী, দাগী সন্ত্রাসী, খুনি ও বোমাবাজদের হাত থেকে বাঁচাতে সচেতন ও দেশপ্রেমী সকলের এগিয়ে আসা দরকার। বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসা এ সকল সন্ত্রাসী ও বোমাবাজদেরকে যেসকল ব্যক্তি বা বাংলাদেশী সংগঠন অষ্ট্রেলিয়াতে থেকে যাওয়ার জন্যে আইনগত অথবা যেকোন উপায়ে সহযোগীতা করছে তাদের চিহ্নীত করা দরকার। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্মভুমি ও আমাদের 'রিজিক' এর দেশ অষ্ট্রেলিয়াকে নিরাপদ ও শান্তিতে রাখতে দয়াকরে এগিয়ে আসুন।

ইন্টারপোলের তালিকায় পালিয়ে থাকা বাংলাদেশী সন্ত্রাসীদের নাম দেখতে এখানে টোকা মারুন।